যুগান্তর

গ্রন্থ জগত

বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোর কিতাবাদির প্রায় সবই আরবি, উর্দু ও ফার্সি ভাষায় লিখিত। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন হলেও এসব মাদ্রাসায় স্বাধীনতার পর থেকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু কিছু বিষয়ের গ্রন্থ পাঠ্য হতে থাকে। দেশে দু'পেশে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যেমন পিছিয়ে আছে ধর্মশিক্ষা থেকে, তেমনি কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররাও পিছিয়ে আছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে। দেশের কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাদের এ দুর্বলতা বিলম্বে হলেও কিছুটা বুঝতে পেরেছে। তাই স্বাধীনতার পর দেশের অধিকাংশ কওমি মাদ্রাসায় বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ডের বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের বইগুলো পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য হয়। অনেকটা বাধ্য হয়েই বোর্ডের বইয়ের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল মাদ্রাসাগুলোর। কারণ, তাদের আদর্শে গড়া তখনকার বাজারে কোন বই ছিল না। কিন্তু আশির দশকের নবীন আলেমদের কারও কারও হৃদয়ে বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে। মেধা ও সামর্থ্যের সমন্বয় না হওয়ায় তাদের এ প্রগতিশীল ভাবনা কোন কাজে আসেনি।

যাক, আশার কথা হচ্ছে বিলম্বে হলেও নব্বইয়ের দশকে, কিছুসংখ্যক তরুণ আলেমের সমন্বয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা সংস্থা। সংস্থাটি ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক-এর আলোকে একটি প্রকাশনা প্রকল্প গ্রহণ করে। তারা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, কওমি মাদ্রাসার ছাত্র কিংবা ইসলামী শিক্ষাপ্রেমিক বিদ্যালয়গুলোর উপযোগী বাংলা, ইংরেজি ও গণিত গ্রন্থ প্রকাশ করবে। এ সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে দুই হাজার সালে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে তাদের প্রকল্পটির উদ্বোধন করে। সংস্থার এ মহতী উদ্যোগকে সাদরে গ্রহণ করল অধিকাংশ কওমি মাদ্রাসা। মনোবল বেড়ে গেল সংস্থার তরুণ আলেম কর্তৃপক্ষের। ২০০১ সালে ওই তিন বিষয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বই প্রকাশ করে। সংস্থা পরিচালক মাওলানা মাসরুরুল হাসান জানালেন, পর্যায়ক্রমে তারা শ্রেণীভিত্তিক আরও বই প্রকাশ করবে।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হয়েছে দেশের বিখ্যাত কওমি মাদ্রাসাগুলোর চিত্র। ভেতরের বিষয়বস্তু আরও বেশি ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাকের কাছাকাছি নেয়া সম্ভব ছিল। তবু সব মিলিয়ে তরুণ আলেমদের মহতী এ প্রগতিশীল উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। তাই সব কওমি মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষাপ্রেমিক সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রহণযোগ্যতা ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি কামনা করি। একই সঙ্গে সংস্থাটির এ প্রকল্প সম্প্রসারণ প্রত্যাশা করি। গ্রন্থগুলোর একমাত্র পরিবেশক হচ্ছে কোরবান একাডেমি, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।

—মাওলানা লিয়াকত আমিনী